গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়
কক্সবাজার

মায়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা

তারিখ: ০১.০৬.২০১৮ খ্রি.

ক্রমিক	বিষয়/কার্যক্রম	বিবরণ/বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.	আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা	৬,৯২,৯৮৪ জন	২৫ আগষ্ট, ২০১৭ খ্রি. তারিখের পর হতে ২৯/০৫/২০১৮ পর্যন্ত আনুমানিক ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৮৪ জন আশ্রয়প্রার্থী প্রবেশ করেছে। ২৫ আগষ্ট, ২০১৭ এর পূর্বে আগত ২ লক্ষাধিক রোহিংগাসহ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী মিয়ানমার অধিবাসিদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।
২.	নিবন্ধনকৃত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা	১১,১৭,৯০০ জন	পাসপোর্ট অধিদপ্তর বিজিবির সহযোগিতায় বর্তমানে ১টি রেজিস্ট্রেশন বুথ পরিচালনা করছে। বায়োমেট্রিক নিবন্ধনে ২৫ আগষ্ট, ২০১৭ এর পূর্বে আগত রোহিংগাদেরকেও নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে।
৩.	আশ্রয়প্রার্থী এতিম শিশুর সংখ্যা	৩৬,৩৭৩ জন (ছেলে-১৭,৩৯৫ ও মেয়ে-১৮,৯৭৮) ৭,৭৭১ জনের বাবা-মা কেউ নেই	সমাজ সেবা অধিদপ্তর জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এতিম শিশুদের তত্বাবধান ও সুরক্ষার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যেগে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪.	গর্ভবর্তী নারীর সংখ্যা	এ পর্যন্ত ২৩,৪৭৩ জন গর্ভবর্তী নারীকে সনাক্ত করা হয়েছে।	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কক্সবাজার জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে।
৫.	প্রসুতিসেবার আওতায় জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	৩,১২২ জন	সিভিল-সার্জন, কক্সবাজার ও উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে।
৬.	নতুন ক্যাম্পের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমি	৪,০০০ একর	আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ২,০০০ একরের স্থলে ৪,০০০ একরে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।
৭.	আশ্রয় গ্রহণকারী-দের আবাসস্থলে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা	৩০টি	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকাকে ২০টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, উখিয়ার হাকিমপাড়া, জামতলী ও পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফের কেরনতলী, উনছিপ্রাং, আলীখালী, লেদা, জাদিমুরা, নয়াপাড়া শালবন ও শামলাপুরকেও পৃথক পৃথক ক্যাম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে ক্যাম্পের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ২৩টি ক্যাম্পে ১জন করে কর্মকর্তাকে ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কর্মকর্তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ক্যাম্পগুলোকেও ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে। (খ) নতুন ক্যাম্পগুলিতে প্রশাসনিক ও সেবা অবকাঠামো তৈরীসহ এর তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে ইউএনএইচসিআর এর সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।
৮.	অস্থায়ী শেল্টার নির্মাণ	২০০,০০০ ঘর	প্রাথমিকভাবে ৮৪ হাজার অস্থায়ী ঘর তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল। পরবর্তীতে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন অব্যাহত থাকায় এবং ইতোমধ্যে নতুন করে প্রবেশকৃত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ৭ লক্ষের কাছাকাছি হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।
৯.	আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদান	আনুমানিক ৮,৫৫,১৯১ জন (জেনারেল ফুড ডিস্টিবিউশন ৬,৪৪,০০০, ই-ভাউচার ২,১১,১৯১)	(ক) বর্তমানে বিশ^খাদ্য কর্মসূচী কর্তৃক ১-৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল, ৯ কেজি ডাল ও ৩ লিটার ভোজ্য তেল, ৪-৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৬০ কেজি চাল, ১৮ কেজি ডাল ও ৬ লিটার ভোজ্য তেল এবং ৮ এবং ৮+ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ১২০ কেজি চাল, ২৭ কেজি ডাল এবং ১২ লিটার ভোজ্য তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশ^খাদ্য কর্মসূচী প্রতিমাসে ২ রাউন্ডে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। ইতোমধ্যে ১৪ রাউন্ড বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

		১৪ রাউন্ড	(খ) আগামী ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত আশ্রয় গ্রহণকারীসহ স্থানীয় অধিবাসিদের মধ্যে অতি দরিদ্রদের জন্য খাদ্য সরবরাহে ডব্লিউএফপি' র সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। (গ) গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে এ পর্যন্ত ৫৫,১৮৯ মে.ট. চাল, ১২,৩১৯ মে.ট. ডাল, ৪,২৭০ মে.টন তৈল, ৩৫৩ মে.ট চিনি, ২২২ মে.ট. লবণ ও ৪৬ মে.ট. সুজি সরবরাহ করা হয়েছে। (ঘ) বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী এপ্রিল মাসে জেনারেল ফুড ডিস্টিবিউশন এর আওতায় ৭,৮৮০ মে.টন চাল, ২৩২৫ মে.টন ডাল, ৭২৩ মে.টন ভোজ্য তৈলসহ মোট ১০,৯২৮ মে.টন খাদ্য সরবরাহ করছে। এছাড়াও ই-ভাউচারের মাধ্যমে ২,১১,১৯১ জনকে ১৯ প্রকার খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেছে। (ঙ) জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে বিভিন্ন সরকারী দফতর, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। তবে ডব্লিউএফপির সহায়তার আওতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সহায়তার পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকায় বর্তমানে এ ধরণের ত্রাণ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।
১০.	ক্যাম্প এলাকায় নলকূপ স্থাপন	৬,৩৬৭টি	(ক) সবগুলো ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ৪,৪৩৯টি অগভীর নলকূপ, ১,৫৪২টি গভীর নলকূপ ও ১৫৭টি কুয়া স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪৬টি অগভীর নলকূপ ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioming) করা হয়েছে। ডিপিএইচই বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১১টি ওয়াটার রিজার্ভার এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ করছে। তাছাড়া, ২টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ২টি ভ্রাম্যমাণ ওয়াটার ক্যারিয়ার (৩,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) এর মাধ্যমে কয়েকটি ক্যাম্প এলাকায় প্রতিদিন পানি সরবরাহ করছে। বর্তমানে কোন অগভীর নলকূপ স্থাপন করতে দেয় হচ্ছে না। (খ) উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার ১২ নং ক্যাম্পে জাইকা, আইওএম ও ডিপিএইচই' র যৌথ উদ্যেগে ৩০,০০০ লোকের জন্য পানি সরবরাহের উপযোগি ১,৪০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
১১.	ক্যাম্প এলাকায় ল্যাট্রিন স্থাপন	৫২, ২৪১টি	(ক) প্রথম দিকে স্থাপিত ল্যাট্রিনের মধ্যে ২,৬৯১টি ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioming)করা হয়েছে। অকেজো করা ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় ইউনিসেফের সহায়তায় এএফডির মাধ্যমে ১০,০০০ ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। ইউনিসেফের সহায়তায় এএফডির মাধ্যমে আরো ৫,০০০ ল্যাট্রিনসহ ৫,০০০ গোসলখানা নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এফডি-৭ এর আওতায় ল্যাট্রিন ও গোসলখানা নির্মাণের কার্যক্রমও চলমান আছে। (খ) ল্যাট্রিনসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে পয়:ব্যবস্থাপনার(Fecal Sludge Management) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
১২.	ক্যাম্প এলাকায় বিদ্যুতায়ন	৯ কি.মি.	(ক) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় প্রস্তাবিত ১৭ কি.মি. দীর্ঘ বিদ্যুৎ লাইনের মধ্যে ৯ কি.মি. লাইন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৮ কি.মি. দীর্ঘ লাইন স্থাপনের কাজ শিঘ্রই সম্পন্ন করতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বিদ্যুৎ লাইন কেবল ক্যাম্প কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হবে। (খ) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নতুন ক্যাম্প এলাকায় ৫০টি সড়ক বাতি ও ১০টি ফ্লাড লাইট স্থাপন করেছে। সরকারী উদ্যেগের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়ও ইতোমধ্যে ১,০৪০টি সৌরবাতি স্থাপন করা হয়েছে।
১৩.	ক্যাম্প এলাকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৩০ কি.মি.	(ক) এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১১.৭৯ কি.মি. দৈর্ঘ্যরে ১৪টি রাস্তার কাজের ৯০% ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। (খ) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে এএফডি কর্তৃক নির্মাণাধীন প্রায় ১০ কি.মি. মূল সংযোগ সড়কের মধ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ৭.৭ কি.মি. রাস্তার মাটির কাজ ও ৫৬৫ মিটার রাস্তার এইচবিবি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি রিং

			কালভার্টও ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। (গ) Fecal Sludge Management প্রজেক্ট এবং লম্বাশিয়া সংযোগ সড়কের ২.৫ কি.মি. মাটির কাজ চলমান আছে। (ঘ) আইওএম কর্তৃক ৫টি এক্সেস রোডে ৬.৪ কি.মি.এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে। (ঙ) আইওএম কর্তৃক ক্যাম্প এলাকায় ৫টি পাইপ কালভার্ট, ২টি Vented LWC ও একটি বক্স কালভার্ট নির্মানের কাজ চলমান আছে। মে ২০১৮ এর মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আইওএম জানিয়েছে।
১৪.	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা	ক) ১,৩৫,৫১৯ (১ম রাউন্ড) ও ৩,৫৪,৯৮২ (২য় রাউন্ড) জনকে এমআর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। খ) ৭২,৩৩৪ (১ম রাউন্ড) ও ২,৩৬,৬৯৬ (২য় রাউন্ড) জনকে ওপিভি দেয়া হয়েছে। গ) ২,২৫,৪৪৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে। ঘ) ৩৩,৪৩,০৩৭ জন রোগীকে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ঙ) ১ম দফায় ১,৪৯,৯৬২ জনকে পেন্টাল, পিসিভি ও বিওপিবভ ২য় দফায় ১,৬৯,৬১৭ জনকে পেন্টাল বিওপিভি এবং ৩য় দফায় ১,৭২,৪৩২ জনকে পেন্টাল ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। চ) প্রথম দফায় ৭০০,৪৮৭ জন এবং ২য় দফায় ২৮২,৬৫৮ জন এবং পরবর্তীতে আরো ৮,৭৯,২৭৩ জনকে কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ছ) ৩,১৫,৮৮৯ (১ম রাইন্ড), ৩,৬৩,৯৮৭ (২য় রাউন্ড) ও ৪,২৩,৫৬৩ (৩য় রাউন্ড) জনকে ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।	(ক) ক্যাম্প এলাকাসহ সংলগ্ন স্থানে মোট ৭টি ফিল্ড হাসপাতাল ও ১৬২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান করছে। (খ) হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট ৮৭২টি নতুন আইপিডি শয্যা চালু করা হয়েছে। (গ) কক্সবাজার সদর হাসপতাল ও উপজেলা হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। (ঘ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। (ঙ) এমএসএফ ও আরএইচইউ পরিচালিত বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা (৩৫ শয্যার কলেরা হাসপাতালসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে। (চ) সবক' টি ক্যাম্পে সরকারী-বেসরকারী মিলে মোট ১২৪টি সংস্থা বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে। (ছ) Orbis International এর সহায়তায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের আই কেয়ার সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এর আওতায় ১,০০০ জনের ক্যাটার্যাক্টে আই সার্জারী সম্পাদন ও ৫,০০০ জনকে চশমা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া, পেডিয়াট্রিক অপথালমোলজি কর্মসূচীর অধীনে এ বছরে ৫০,০০০ শিশুকে স্ক্রিনিং করাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের কার্যক্রমও চলমান আছে।
১৫.	অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ	২১টি	বিশ^খাদ্য কর্মসূচী কর্তৃক ২১টি অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। আরো গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান আছে।
১৬.	বান্দরবান জেলায় অবস্থান নেয়া আশ্রয়প্রার্থীদের নতুন	১৬,১৯৮ জন	বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের পশ্চিমকুল ও সদর ইউনিয়নের চাকডালায় আশ্রয় নেয়া রোহিংগাদেরকে কুতুপালং মেগা ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

	ক্যাম্পস্থলে স্থানান্তর		
১৭.	ক্যাম্প এলাকায় খাল খনন	১০ কি.মি	ইউএনএইচসিআর, আইওএম ও বিশ^খাদ্য কর্মসূচী যৌথভাবে কাম্প এলাকায় ২০ কি.মি. খাল খনন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ১০ কি.মি. খাল খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে।
১৮.	নির্ধারিত এলাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ	কক্সবাজার থেকে উদ্ধারকৃত ৫৪,৫৫৯ জন ও অন্যান্য জেলা থেকে উদ্ধারকৃত ৩,২০১ জনকে ক্যাম্পে স্থানান্তর	আশ্রয়প্রার্থী রোহিংগাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে রামু, টেকনাফ, উখিয়া ও সদর উপজেলার ১১টি স্থানে পুলিশ চেকপোষ্টের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
১৯.	দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি	সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড়/সাইক্লোন, ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসরতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর	(ক) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যেগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় বাসবাসরত প্রায় ১ লক্ষ লোককে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার বর্তমান সীমানার পশ্চিমে ক্যাম্প সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়েছে। (খ) Cyclone Preparedness Programme (CPP)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (গ) সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১,৮০,০০০ শেল্টারের মধ্যে ১,৬৯,২৪৬ পরিবারকে অতিরিক্ত শেল্টার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। চলতি এপ্রিল মাসের মধ্যে এ কাজ শেষ হবে। (ঘ) ০১/০৬/২০১৮ পর্যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ক্যাম্প হতে ৫,৮২৯ পরিবারের মোট ২৫,৯৮৩ জনকে সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। আরো ২,৫০৬ পরিবারের ১১,১৭২ জনকে স্থানান্তরের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।
২০.	বন্য হাতির আক্রমণ হতে সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ	বন্য হাতির একাধিক আক্রমণে ১২ জন রোহিংগার প্রাণহানি	হাতির বিচরণ ও চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত বন্য হাতির আক্রমণের ৫টি ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে হাতির চলাচলের পথ নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউএনএইচসিআর এর আর্থিক সহায়তায় আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) কাজ শুরু করেছে।
২১.	পরিবেশ ও বন রক্ষা	বিকল্প জ্বালানীর অভাবে ইতোমধ্যে ৫০০ একরেরও বেশী বনভূমি উজাড়	আশ্রয় গ্রহণকারীদের খাদ্যদ্রব্য রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা না থাকায় শুরু থেকেই ক্যাম্প সংলগ্ন বনভূমির ওপর চাপ পড়ে। বন থেকে সংগৃহীত জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং নিকটস্থ বনভূমির উপর চাপ কমাতে জ্বালানী সাশ্রয়ী চুলাসহ প্রথম দিকে তুষ বা চারকোল (Compressed Rice Husk) সরবরাহের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১,০০,০০০ পরিবারকে এর আওতায় আনা সম্ভব হলেও যোগান স্বল্পতার কারণে এর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে বিকল্প হিসেবে সীমিত আকারে বায়োগ্যাস ও ব্যাপকভিত্তিক তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট হিসেবে ২,০০০ স্থানীয় পরিবারসহ মোট ১১,০০০ রোহিংগা পরিবারকে এলপিজি কার্যক্রমের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর আওতা প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণ করা হবে। একই সাথে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে তুষ বা চারকোল সরবরাহও অব্যাহত থাকবে।
২২.	গোরস্থান সংরক্ষণ	মৃতদের দাফনের ব্যবস্থা	অসুস্থতা, নৌ ও অগ্নি দূর্ঘটনা, হাতির আক্রমণসহ স্বাভাবিক বয়সজনিত কারণে এ পর্যন্ত কয়েকশত লোক মৃত্যুবরণ করেছে। মৃতদের যথাযথ সৎকারের জন্য অধিকাংশ ক্যাম্প এলাকায় গোরস্থান নির্দিষ্ট ও সংরক্ষণ করা হয়েছে/হচ্ছে।
২৩.	শিক্ষা	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৪ লক্ষাধিক ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ১,১৭৯টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও ২,৭২০ জন

			শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সী ১,২৬,৪৮১ জন বালক-বালিকাকে এসব শিক্ষা কেন্দ্রে মিয়ানমার ও ইংরেজী ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ৪৫৩টি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৮,২৮৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
২৪.	পুষ্টিমান উন্নয়ন	অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধ কার্যক্রম	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৪৭০,০০০ রোহিংগা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। আশ্রয় গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সাধারণ অপুষ্টির শিকার। তস্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু ও গর্ভবতী মহিলা আছে। এ পর্যন্ত অনুর্ধ ৫ বছরের ২৫,৮৩৬ জন শিশু এবং ১,৭০১ জন গর্ভবতী নারীকে পুষ্টি চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়েছে অনুর্ধ ৫ বছরের ৭৬,৮১৫ জন শিশু ও ২৩,৪৯১ জন গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলাকে।
২৫.	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	চলমান মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা রক্ষা	প্রত্যাবাসন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কোন বিকল্প নেই। সে আলোকে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুতি হিসেবে এ কার্যক্রমে জড়িত জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের উদ্যোগে মার্চ-ডিসেম্বর, ২০১৮ মেয়াদের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক যৌথ সাড়াদান কর্মসূচী (Joint Response Programme-JRP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় প্রায় ৯৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ সহায়তার আবশ্যকতা নিরূপন করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, ওয়াশ, আশ্রয় ও খাদ্যবহির্ভূত দ্রব্যাদি, ক্যাম্প-সাইট ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, পুষ্টি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জরুরী কার্যক্রম এ কর্মসূচীর মূল প্রতিপাদ্য। কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্তব্য সম্পদের অন্যূন ২৫% স্থানীয় এলাকা/অধিবাসীদের বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচীটি প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।
২৬.	প্রত্যাবাসন কার্যক্রম		ক) টেকনাফের কেরনতলীতে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রত্যাবাসন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। খ) বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম এলাকায় আরেকটি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসক, বান্দরবান থেকে জমির বরাদ্দ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। গ) গত ২৪/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে কক্সবাজারে মায়ানমারের আশ্রিতদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ভেরিফিকেশন ফর্ম পূরণ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মত ফেরিফিকেশন ফর্ম পূরণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী সপ্তাহে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।